22

ভোরের কাগজ

তারিখ ... 13 MAR 1998 ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি পরীক্ষার তারিখ জটিলতা

দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ এবং বিআইটির ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ইতিমধ্যে ঘোষিত হয়েছে। তার মধ্যে মেডিকেল কলেজগুলোতে ভর্তি পরীক্ষা ইতিমধ্যে হয়ে গেছে ৬ মার্চ। বুয়েটে হওয়ার কথা ২৮ মার্চ, সবগুলো বিআইটি- ২৪ এপ্রিল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়- ১৫ এপ্রিল থেকে ২৮ এপ্রিলের মধ্যে, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়- ক ইউনিট ৮ মে এবং খ ইউনিট ৯ মে, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়- ১২ মে, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়- ১৫ মে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়- ক ইউনিট ১৬ মে, খ ইউনিট ৯ মে, গ ইউনিট ২ মে এবং ঘ ইউনিট ২৩ মে। ভর্তি পরীক্ষার তারিখগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের খ ইউনিট (কলা ও বাণিজ্য বিভাগ) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা একই দিন। উল্লেখ্য, এর আগে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিআইটি উভয়ের ভর্তি পরীক্ষা ২৪ এপ্রিল থাকায় শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় তারিখ পরিবর্তন করে ৮ ও ৯ মে পুনর্নির্ধারণ করেছে। এছাড়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা ১৫ এপ্রিল থেকে ২৮ এপ্রিলের মধ্যে হবে কিন্তু এর মধ্যে ২৪ এপ্রিল বিআইটির পরীক্ষা। খুলনা ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে যেভাবে পরীক্ষার তারিখ পড়েছে তাতে করে একজন শিক্ষার্থীর পক্ষে ৮ মে শাহজালাল, ১২ মে খুলনা এবং ১৫ মে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেওয়া সম্ভবপর নয়। দেশে বর্তমানে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেরকম প্রতিযোগিতা তাতে করে একজন শিক্ষার্থীকে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি পরীক্ষা দিতেই হয়। এতে করে সময় এবং অর্থ দুটিরই অপচয় হচ্ছে। গত কয়েক বছর যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সমন্বিতভাবে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া যায় কিনা সে ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা চলছিল। সমন্বিতভাবে পরীক্ষা নেওয়া দূরের কথা সবার সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে ভর্তি পরীক্ষার তারিখও নির্ধারণ করা হচ্ছে না। এমতবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন যদি সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন তাহলে ছাত্রছাত্রীরা যেমন উপকৃত হবে তেমনি অভিভাবকগণও আর্থিক ক্ষতি থেকে বাঁচবেন। সমন্বিতভাবে ভর্তি পরীক্ষা যদি নেওয়া সম্ভব না হয় তাহলে অন্ততপক্ষে সমন্বয়ের মাধ্যমে ভর্তি পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ করা উচিত যাতে করে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি পরীক্ষার তারিখের মধ্যে এক সপ্তাহ থেকে ১০ দিন সময়ের ব্যবধান থাকে। এদিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বিভিন্ন কলেজে অনার্স কোর্সে ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচি ইতিমধ্যে ঘোষিত হয়েছে। বেশির ভাগই মার্চ মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে। এতে করে ভালো মেধার বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রীই কলেজগুলোতে ভর্তি হবে এবং পরবর্তী সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেলে চলে যাবে ফলে কলেজগুলোতে ঐ আসনগুলো ফাঁকা হয়ে যাবে। তাই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজগুলোতে ভর্তি পরীক্ষা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরে হলে অনেক বেশি মেধাবী ছাত্রছাত্রী অনার্স পড়ার সুযোগ পাবে।

তৌহিদ চৌধুরী
শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়
সিলেট